

একজন গাড়িচালকের চোখে তার ম্যাডাম



মোঃ জাকির হোসেন সুমন

একজন গাড়িচালকের চোখে
তার ম্যাডাম

একজন গাড়িচালকের চোখে
তার ম্যাডাম

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭
অনুপম মুদ্রায়ণ
নীলক্ষেত্র, ঢাকা-১২০৫

প্রচ্ছদ : মোঃ নাজমুল হুসেন
কম্পোজ : রাশেদ সরকার
মূল্য : ২০ টাকা



মোঃ জাকির হোসেন সুমন

উৎসর্গ

সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে

মোঃ জাকির হোসেন সুমন

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহতা'আলার যিনি এই সমগ্র পৃথিবীর একমাত্র মালিক। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর যাকে নিয়ে আমার এই লেখা তিনি আমাদের ম্যাডাম। তাঁকে আমার সারা জীবনের শ্রদ্ধা। তিনি বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৭ম ব্যাচের একজন অতিরিক্ত সচিব। তিনি একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, তিনি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ইউনিটের সুযোগ্য পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। আর আমি মোঃ জাকির হোসেন সুমন তাঁর গাড়িচালক হিসেবে কর্মরত ছিলাম এবং এখনো ঐ ইউনিটেই গাড়িচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। ম্যাডামের সাথে আমি দীর্ঘ তিন বছরের অধিক সময় গাড়িচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। এই দীর্ঘ সময় যেন খুব তাড়াতাড়িই পার হয়ে গেছে। আমি ভাবতেই পারিনি কীভাবে এই সময়টা আমার শ্রদ্ধেয় ম্যাডামের সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল! তিনি এমন একজন মানুষ যার কথা বলতে ও ভাবতে গেলে আমার চোখে অশ্রু চলে আসে।

একজন গাড়িচালকের চোখে তার ম্যাডাম

আমি মনে করি একজন ভাল মানুষকে সহজে চেনার উপায়
হচ্ছে যিনি শিশুদেরকে ভালবাসেন এবং এই পৃথিবীর মহান
ব্যক্তিরাও শিশুদেরকে ভালবাসতেন। আমি তাঁর সাথে তুলনা
করছি না যিনি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (স.) তিনি
যখন হেঁটে পথ চলতেন অসংখ্য শিশু তাঁর পিছনে ছুটতো।
তেমনি আমাদের ম্যাডামও শিশুদেরকে ভালবাসেন। একদিন
মোহাম্মদপুর মা ও শিশু হাসপাতালের সামনে এসে আমাকে
বললেন।

“জাকির এখানে গাড়ি থামাও”

আমি তাঁর কথামত গাড়ি থামালাম। এরপর তিনি ফোনে
বললেন,

“তারেক তুমি কোথায়?”

তাতে আমি বুবলাম তারেক অপর প্রান্ত থেকে বলল:

“আমি বাসায়”।

ম্যাডাম বললেন,

“তুমি গেটে চলে এসো”।

তারপর ম্যাডাম একটি খাম দিয়ে বললেন,
“এখানে পাঁচ হাজার টাকা আছে, তোমার ছেলে অসুস্থ ছিল সে
জন্য”। তারেক ছিল ম্যাডামের আগের অফিসের গাড়িচালক।
আমিতো অবাক এবং তারেকও অবাক চোখে তাকালো, তারপর
খামটি হাতে নিলো এবং সালাম দিয়ে সে চলে গেল। ম্যাডামের
এই মহানুভবতা আমাকে বিস্মিত করেছে।

ম্যাডাম এমন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং সব সময় আমার
সন্তানকেও ভীষণ স্নেহ করতেন। ম্যাডাম যখন বিদেশে যেতেন
আমার সন্তানের জন্য কিছু না কিছু আনতেন, যেমন- চকলেট,
খেলনা গাড়ি আরও অনেক কিছু এবং অফিসে সবার জন্য কিছু
না কিছু আনতেন।

ম্যাডাম শুধু শিশুদেরকেই ভালবাসতেন না, তিনি তাঁর মাকেও
অনেক ভালবাসতেন। এমন ভালবাসতেন তাঁর মায়ের কাছে
গেলে ম্যাডাম যেন একজন শিশুর মত করে কথা বলতেন।

আমি মনে করি একজন ভাল মানুষকে সহজে চেনার উপায়
হচ্ছে যিনি শিশুদেরকে ভালবাসেন এবং এই পৃথিবীর মহান
ব্যক্তিরাও শিশুদেরকে ভালবাসতেন। আমি তাঁর সাথে তুলনা
করছি না যিনি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) তিনি
যখন হেঁটে পথ চলতেন অসংখ্য শিশু তাঁর পিছনে ছুটতো।
তেমনি আমাদের ম্যাডামও শিশুদেরকে ভালবাসেন। একদিন
মোহাম্মদপুর মা ও শিশু হাসপাতালের সামনে এসে আমাকে
বললেন।

“জাকির এখানে গাড়ি থামাও”

আমি তাঁর কথামত গাড়ি থামালাম। এরপর তিনি ফোনে
বললেন,

“তারেক তুমি কোথায়?”

তাতে আমি বুঝলাম তারেক অপর প্রান্ত থেকে বলল:

“আমি বাসায়”।

ম্যাডাম বললেন,

“তুমি গেটে চলে এসো”।

তারপর ম্যাডাম একটি খাম দিয়ে বললেন,
“এখানে পাঁচ হাজার টাকা আছে, তোমার ছেলে অসুস্থ ছিল সে
জন্য”। তারেক ছিল ম্যাডামের আগের অফিসের গাড়িচালক।
আমিতো অবাক এবং তারেকও অবাক চোখে তাকালো, তারপর
খামটি হাতে নিলো এবং সালাম দিয়ে সে চলে গেল। ম্যাডামের
এই মহানুভবতা আমাকে বিস্মিত করেছে।

ম্যাডাম এমন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং সব সময় আমার
সন্তানকেও ভীষণ স্নেহ করতেন। ম্যাডাম যখন বিদেশে যেতেন
আমার সন্তানের জন্য কিছু না কিছু আনতেন, যেমন- চকলেট,
খেলনা গাড়ি আরও অনেক কিছু এবং অফিসে সবার জন্য কিছু
না কিছু আনতেন।

ম্যাডাম শুধু শিশুদেরকেই ভালবাসতেন না, তিনি তাঁর মাকেও
অনেক ভালবাসতেন। এমন ভালবাসতেন তাঁর মায়ের কাছে
গেলে ম্যাডাম যেন একজন শিশুর মত করে কথা বলতেন।

আমি তখন বুঝতে পারলাম, সন্তান যত বড় অফিসারই হোক না কেন, মা'র কাছে, সে শুধুই সন্তান। ম্যাডামের এই বিষয় গুলো আমি সব সময় লক্ষ্য করতাম। কীভাবে মায়ের সাথে কথা বলতে হয়; কীভাবে মাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসতে হয়। আসলে একজন ভাল মানুষ সব সময় ভাল কিছু করার চেষ্টা করে। আমি ম্যাডামের কাছ থেকে শিখেছি মাকে কীভাবে ভালবাসতে হয় এবং সন্তানকে কীভাবে মানুষ করতে হয়। ম্যাডাম আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন তোমার সন্তানের উপর কখনও টর্চার করো না। তাহলে শিশুর মেধা নষ্ট হয়ে যাবে। ম্যাডাম প্রায় সময়ই মানুষকে বলতেন কখনও হিংসা, অহংকার এবং লোভ করো না। একদিন আমার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। সে অবস্থায় আমি অফিসে গিয়ে গাড়ি নিয়ে ম্যাডামকে আনার জন্য তাঁর বাসায় গিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম জ্বর চলে যাবে। কিন্তু জ্বর আরও বাঢ়ল, ম্যাডামকে আমি বিষয়টি মোবাইলে জানালাম,

“ম্যাডাম আমার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে আমি এক গ্লাস লেবুর শরবত খাব”, ম্যাডাম তখন আমাকে উপরে আসতে বললেন, আমি উপরে গেলাম।

ম্যাডাম আমাকে এক গ্লাস লেবুর শরবত দিয়ে বললেন, “তুমি একটু বিশ্রাম নাও, আমি অফিসের অন্য গাড়ি আনার কথা বলছি।” ম্যাডাম এত বড় মনের মানুষ ছিলেন যা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

আমাদের এই সমাজে অনেক উঁচুতলার মানুষ বসবাস করে, কিন্তু তারা উঁচু মনের মানুষ হতে পারেনি।

একদিন ম্যাডাম অফিসের কাজে ইউনিটের সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে মহাখালীর কড়াইল বন্ডিতে গিয়েছিলেন। সেখানকার পরিবেশ এতটা অগোছালো ও অপরিষ্কার ছিল যে, তার মধ্যেও আমাদের ম্যাডাম সকল অফিসারদের নিয়ে সেখানকার মানুষের পাশে বসে তাদের হাত ধরে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বোঝালেন। তাতে আমি আরও অভিভূত হয়ে যাই যে, মানুষটি কত কাজপ্রিয় ছিলেন।

মাঝে মধ্যে কাজ করতে গিয়ে ম্যাডামের দুপুরের খাবার খাওয়া
হতো না। কাজে খুব মগ্ন থাকতেন। আমাদের পরিবার
পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিজস্ব জেলা পরিবার পরিকল্পনা
কার্যালয় নির্মাণের জন্য যে আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ
শুরু করে গিয়েছেন এটা তার প্রমাণ। আবার ম্যাডাম মাঝে
মাঝে কোন অনিয়ম অবহেলা পেলে ভীষণ রাগ করতেন, সেই
রাগ কোন ব্যক্তির স্বার্থে ছিলো না, কাজের স্বার্থে ছিল। কিন্তু
তিনি যখন রাগ করতেন কারো সাথে, তখন তাকে তার সামনে
আসতে নিষেধ করতেন, যেন তার রাগটা প্রশংসিত হয়ে যায়।
ঠিক তার পরের দিন তিনি সমস্ত ব্যাপারটি ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক
হয়ে যেতেন। তিনি সব সময় সবার মন জয় করার চেষ্টা
করতেন, যেন সবাই ভাল থাকে। আবার কেউ কোন সমস্যায়
থাকলে তা স্বপ্রণোদিত হয়ে সমাধান করার চেষ্টা করতেন।
তিনি শুধু Specially আমাকেই পছন্দ করতেন ঠিক তা নয়,
তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। কামরুজ্জামান নামে
তাঁর একজন অফিস সহায়ক ছিল।

সে মাঝে মাঝে অফিস ফাঁকি দিতো, ম্যাডাম ভীষণ রাগ
করতেন।

কামরুজ্জামান যখন ম্যাডামের সাথে কাজ করত সে খুব মন
দিয়ে কাজ করত, সে ম্যাডামের প্রতি খেয়াল রাখতো, যেমন
ম্যাডাম পানি খেয়েছে কীনা? দুপুরের খাবারের সময় হয়েছে
কিনা? কখনও কখনও কামরুজ্জামান ৩/৪ দিন অফিসে
আসতো না। ম্যাডাম তখন তাঁর পিএ সাহেবকে বলতেন,
“কামরুজ্জামানকে শো-কজ করুন।” কামরুজ্জামান ঠিক পরের
দিন অফিসে আসলেই ম্যাডাম তাকে জিজ্ঞেস করতেন “তুমি
এই কয় দিন অফিসে আসনি কেন?”

তখন সে ম্যাডামকে বলত “ম্যাডাম আমার এই সমস্যা ছিল
তাই আসতে পারিনি” ম্যাডাম তার কথা শুনে ব্যাগ থেকে কিছু
টাকা দিয়ে বলতেন,

“আবার কাউকে বলো না”। কিন্তু কামরুজ্জামান ভাই বিষয়টি
আমার সাথে Share করতেন।

ম্যাডাম এমন স্বত্বাবের মানুষ ছিলেন। নিয়ামুল নামের আরেকজন অফিস সহায়ক ছিলেন, তিনি আমাদের গবেষণা কর্মকর্তা স্যারের সাথে কাজ করতো। নিয়ামুল তার বিয়ের দাওয়াত দিয়েছিল ইউনিটের সবাইকে। বিয়েটা হয়েছিল তার নিজ গ্রামের বাড়ীতে। সে জন্য কেউ দাওয়াতে Attend করতে পারেনি। কিন্তু এই বিষয়টি ম্যাডামের মনে আছে। ম্যাডাম ইউনিটের সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীকে ডেকে নিয়ে বললেন “নিয়ামুলের বিয়েতে কিছু উপহার দিতে হবে।”

তারপর আমাদের ইউনিটের গবেষণা কর্মকর্তা পীযুষ কান্তি দত্ত স্যারের মাধ্যমে বিয়ের উপহার ম্যাডামের অফিস রুমে রাখা হলো। এরপর নিয়ামুল বিয়ের ছুটি শেষে অফিসে এসে জানতে পারলো যে, তার বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে ম্যাডামের রুমে সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত হয়েছে।

আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের ইউনিটের কর্মকর্তা আইরিন ম্যাডাম তার সম্পর্কে কিছু কথা বললেন,

অন্য আর একজন কর্মকর্তা জিন্নাত আরা ম্যাডাম ও কিছু কথা বললেন, নিয়ামুল কথাগুলো শুনে লজ্জা পাচ্ছিল। তার নতুন জীবন যেন সুখের হয় ম্যাডাম সেই দোয়া করলেন এবং সর্বশেষে তার হাতে উপহার তুলে দিলেন। ম্যাডামের রুম থেকে সবাই চলে আসলো। তারপর আমাদের ইউনিটের সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর মাহমুদা আপা বললেন, “ইশ্! আমার বিয়ের সময় ম্যাডাম যদি থাকতেন! তাহলে আমিও উপহার পেতাম”।

আসলে ম্যাডাম সবার জন্য কিছু না কিছু করতে চাইতেন। একবার ম্যাডাম বিদেশ যাওয়ার সময় কি যেন সমস্যা হলো, সন্তুষ্ট পাসপোর্ট নিয়ে। এই কাজগুলো করতেন আমাদের অধিদপ্তরের প্রশাসন ইউনিটের এইচআরএম শাখার ডাঃ মোরশেদা খানম ম্যাডাম। তাঁর গাড়িচালক ছিলেন, আমার ব্যাচমেট আমিনুল ইসলাম।

আমিনুল দু'দিন পাসপোর্ট অফিসে ম্যাডামের কাজের জন্য আসা যাওয়া করেছে। সে বিষয়টি ম্যাডাম মনে রেখেছেন।

ম্যাডাম যখন বিদেশ থেকে ফিরে আসলেন তখন আমার হাতে
একটি উপহার বস্ত্র দিয়ে বললেন,

“এটি আমিনুলকে দিও, আমিনুল আমার জন্য দু'দিন পাসপোর্ট
অফিসে গিয়েছে”।

আমি উপহারটা আমিনুলের হাতে পৌছে দিলাম। সে উপহারটা
হাতে পেয়ে হাসিমুখে উপহারটি গ্রহণ করলো। ঠিক সেই মুহূর্তে
আমার কাছে মনে হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দামী উপহারটা
আমি তার হাতে তুলে দিলাম।

আমার ম্যাডাম যখন অসুস্থ ছিলেন, হাসপাতালের বেডে শুয়ে
আমাকে বললেন, “জাকির একটু কষ্ট করো আমার জন্য”।

আমিতো অবাক! কী বলেন ম্যাডাম, একজন অসুস্থ মানুষ, এই
অবস্থাতেও তিনি আমার কথা চিন্তা করছেন এবং প্রতিদিন
হাসপাতালে তাঁর Husband কে বলতেন “জাকিরকে
তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিও, ওর বাসা অনেক দূরে। ওর ছেলের জন্য
কিছু ফল দিয়ে দিও”।

যতদিন ম্যাডাম হাসপাতালে ছিলেন ততদিন ফল দিয়ে দিতে
বলতেন। ওনার প্রতিটি কাজের মধ্যে ছিল বিনয়, ভদ্রতা,
আন্তরিকতা এবং ভালবাসা, আল্লাহর নিকট ছিল সবসময় তার
একটিই প্রার্থনা, পৃথিবীর সব মানুষ যেন ভাল থাকে। তাঁকে
বাস্তবে না দেখে ও একটি শিশুর মধ্যেও ছিল তাঁর প্রতি
ভালবাসা। সে তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল
ছিল এবং তাঁর সাথে দেখা করবে তাঁর সাথে কথা বলবে।

আর সেই শিশুটি অন্য কেউ নয় সে আমার সন্তান। আমার
মুখে ম্যাডামের মহানুভবতার কথা শুনতে শুনতে তার মাঝেও
ম্যাডামের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়েছে। আমার
ছেলের মত অনেক শিশুর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন
তিনি। এমনকি আমার সহধর্মিণীও তাঁকে দেখার জন্য ছুটে
গিয়েছিল, সে আমাকে বলেছিল,

“আমি ম্যাডামকে এক নজর দেখব”।

আসলে ম্যাডাম এমন একজন, ব্যক্তি ছিলেন যাকে একটি শিশু
না দেখেও তার মনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিলো।

ঈদ যখন আসত তখন ম্যাডাম আমার পরিবারের সবাইকে
ভালো মানের ঈদের কাপড় কিনে দিতেন,
আমি কখনও আমার কর্মজীবনে কারো কাছ থেকে এত আদর
ও ভালবাসা পাইনি, যা আমার ম্যাডামের কাছ থেকে পেয়েছি।
আর ম্যাডামের কথা বলতে গেলে আরও অনেক কথা মনে
পড়ে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে বদলির আদেশ আসলে আমি
কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি। তিনি পরের দিন স্বাস্থ্য সচিব
স্যারের সাথে দেখা করতে গেলেন। স্বাস্থ্য সচিব স্যার বললেন
“আপনি কি আমাদের মন্ত্রণালয়ে থাকবেন?
তাহলে D.O Letter দিন, আমি বিষয়টি দেখব”।
প্রায় তিন মাস পর মন্ত্রণালয়ে থেকে চিঠি আসলো ম্যাডামকে ঐ
মন্ত্রণালয়ে যোগদান করার জন্য।

অবশ্যে ম্যাডাম তার নতুন কর্মস্থলে যোগদান করলেন। পরে
পরিকল্পনা ইউনিটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাঁর জন্য
চোখের পানি ফেললো নীরবে নিভৃতে।

আর আমাদের ইউনিটের সহকারী প্রধান-১, ডাঃ সেলিনা মাওলা
একটি কথা বললেন,

“আসলে ম্যাডাম থাকাকালে ওনার কদর বুঝতে পারিনি, এখন
বুঝতে পারছি কি হারালাম আমরা”।

আমি একদিন ম্যাডামকে বললাম,

“আমার বাসা কেরাণীগঞ্জ, কলাতিয়া ইউনিয়নে, আমার আসা
যাওয়া করতে অনেক কষ্ট হয়, একটি সরকারি বাসা হলে খুব
ভাল হতো, আমি দরখাস্ত করেছি ম্যাডাম”।

তিনি আমাকে বললেন,

“তুমি দরখাস্তটির ফটোকপি আমাকে দিও, দেখি কি করা যায়,
মিটিং এর তারিখ পড়লে আমাকে বলো”।

সেদিন ছিল হরতাল, আমি ম্যাডামকে খুব ভয়ে গাড়িতে তাঁর
বাসায় পৌছে দিয়ে আসি। অফিসে এসে তাঁকে একটি ফোন
করলাম। ম্যাডাম ভয় পেয়ে প্রশ্ন করলেন,

“জাকির গাড়ির কিছু হয়েছে!”

আমি বললাম,

“না ম্যাডাম গাড়ির কিছু হয়নি, আমি অফিসে চলে এসেছি
ম্যাডাম, আগামীকাল সরকারি বাসার মিটিংয়ের তারিখ
পড়েছে”।

ম্যাডাম বললেন,

“ঠিক আছে তুমি খোঁজ-খবর নাও মিটিংয়ে কারা অংশগ্রহণ
করবেন”।

আমি আর খোঁজ খবর নেইনি। কিন্তু ম্যাডাম ঠিকই খোঁজ খবর
নিয়েছেন। রাত ১০ টার পর ম্যাডাম আমাকে ফোন করে
বললেন,

“তুমি কাল সকালে এসে আমাকে সচিবালয়ে নিয়ে যাবে,
সচিবালয় গিয়ে তোমার বাসার জন্য তদবির করবো, তা না
হলে বাসা দেবে না।”

কিন্তু সেদিনও ছিল হরতাল, আমি ম্যাডামকে বললাম,
“ম্যাডাম কালতো হরতাল”।

“তাতে কি ? সচিবালয়ে না গেলে বাসা হবে না,
বোরনা কেন?” ম্যাডাম বললেন।

তারপর সচিবালয়ে আসলাম ম্যাডাম গাড়ি থেকে নামলেন।
যিনি বাসা কমিটির মেম্বার তিনি ম্যাডামের ব্যাচমেট, তাঁর বুমে
ম্যাডাম ঢুকলেন এবং সেখানে আরও অনেক অফিসার ছিলেন।
ম্যাডামকে দেখে তারা বললেন “রীনা ম্যাডাম এসেছেন তদবির
নিয়ে”।

তারপর তিনি আমার কথা বললেন,

“সে আমার গাড়িচালক, ওর বাসা অনেক দূরে।

ও কেরাণীগঞ্জ থেকে আসে, ওকে বাসা দিতে হবে।”

তখন বাসা কমিটির মেম্বার বললেন,

একজন গাড়িচালকের চোখে তার ম্যাডাম

“আপনার ডিজি স্যারের তদবির আছে এবং অধিদপ্তরের
যুগ্ম সচিবদেরও তদবির আছে।”

ম্যাডাম উত্তরে বললেন,

“ওনারা তো ফোন করেছে, কিন্তু আমিতো নিজেই এসেছি।”

ম্যাডামের এ জাতীয় কাজগুলো ছিল “নিঃস্বার্থ ভালবাসা”।

আমি সারাজীবন তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি
যেন ভাল থাকেন। তাঁর কথা বলতে গেলে আরও অনেক কিছুই
বলতে হয়, তিনি খুব সুন্দর ও উদার মনের মানুষ যা বাইরে
থেকে বোঝার উপায় নেই। তিনি সবার জন্য চিন্তা করতেন।
অফিসের প্রত্যেক লোকের খোঁজ খবর নিতেন, যেমন
লিফটম্যান থেকে নিরাপত্তা প্রহরী, অফিস সহায়ক, পরিচ্ছন্নকর্মী
এবং সকলের পরিবারের সদস্যদের।

তিনি যখন অধিদপ্তরের পরিচালক পরিকল্পনা ইউনিটে আসলেন
তখন আমি ছিলাম প্রশাসন ইউনিটে, তাঁর গাড়িচালক ছিলেন
আমাদের একজন সিনিয়র ভাই, তিনি মাস তিনিক ছিলেন
ম্যাডামের সাথে। তারপর আমাকে বদলি করা হলো পরিকল্পনা

ইউনিটে আর সেই সিনিয়র ভাইকে বদলি করা হলো প্রশাসন
ইউনিটে। আমি যখন ম্যাডামের গাড়িচালক হিসেবে যোগদান
করি,

সেই সিনিয়র ভাই আমাকে প্রশ্ন করতেন

“জাকির ম্যাডাম কেমন?” আমি বলতাম,

“ম্যাডাম খুব ভাল, আমার সাথে সুন্দর করে কথা বলেন।”

ম্যাডামের সব কিছু ছিল নিয়মমাফিক।

কখনও আমাকে অযথা বসে থাকতে দিতেন না, বলতেন

“তুমি অফিসে চলে যাও এক ঘণ্টা পরে এসো”।

ম্যাডাম যখন কোন দাওয়াতে যেতেন সবসময় খেয়াল রাখতেন
আমি খেয়েছি কীনা? এবং আমাদের জন্য কোন ব্যবস্থা আছে
কীনা? অফিসে ওয়ার্কশপ থাকলেও তিনি সব লোকের খোঁজ
খবর নিতেন। সবাই খাবার পেয়েছে কিনা, এমনকি
লিফটম্যানকেও খাবার দিতে বলতেন। ম্যাডাম যখন দেশের
বাড়িতে যেতেন,

বাড়ি থেকে অনেক কিছু নিয়ে আসতেন যেমন বিস্কুট, আম, মিষ্টি, রসমালাই, আরও অনেক কিছু।

সেখান থেকে তিনি আমার ছেলের জন্য দিয়ে বলতেন, “এগুলো তোমার ছেলেকে দিও”। আসলে তিনি শুধু একজন ভাল কর্মকর্তাই ছিলেন না, একজন ভাল গৃহিণীও ছিলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পড়তেন, ইসলামি গান, বক্তব্য, আলোচনা রেডিওতে শুনতেন। ম্যাডাম জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। তিনি শুধু পত্রিকার লেখিকাই ছিলেন না, আমার জানামতে তার রচিত চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাডামের আরেকটি গুণ আছে যা না বললেই নয়, ম্যাডাম ছিলেন দানশীল। ম্যাডাম লুকিয়ে লুকিয়ে দান করতে পছন্দ করতেন। সত্যিই অসাধারণ সব গুণে গুণান্বিত আমাদের ম্যাডাম।

প্রচলিত কথায় আছে “যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে।”

কিচেন, ড্রইং রুম, বেড রুম সব ছিল তার গোছানো।

তিনি প্রায় সব কাজ নিজ হাতে করতেন।

আমি যে গাড়িটি চালাতাম সেটি খুব পরিষ্কার করে রাখতে বলতেন। ম্যাডামের সবচেয়ে বড় যে গুণটি ছিল সেটি হলো তাঁর অর্থের প্রতি লোভ ছিল না। তিনি কখনও কোন মিটিং-এ গেলে সম্মানী ফেলে চলে আসতেন। পরে তাঁকে ফোন করে বলা হতো, “ম্যাডাম আপনার Honorarium ফেলে চলে গেছেন”। আবার দেখা যেত মিটিং-এ খাবার না খেয়ে চলে আসতেন অথবা খাবারের প্যাকেট নিয়ে আসলে গাড়ি থেকে নেমে বলতেন, “এই প্যাকেটটা তোমার নয়, তোমার ছেলেকে দিও।” আসলে ওনার সম্পর্কে এত কিছু জানা হতো না যদি আমি তাঁর সাথে কাজ করার সুযোগ না পেতাম। আর তাই আমার এই ছোট বইয়ের নাম দিয়েছি “একজন গাড়িচালকের চোখে তার ম্যাডাম”। হয়তো আর কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের ম্যাডাম সরকারের সুদৃষ্টি হলে সচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হবেন। যখন তাঁর কর্মব্যস্ততা বাঢ়বে, তখন কি তিনি আমাদের ভুলে যাবেন?

না কখনই তিনি আমাদের ভুলবেন না, তিনি সে রকম মানুষ
নন। তিনি যে একজন সাদা মনের মানুষ।

আমার মনের গহীনের কথাগুলোর মূল উদ্দেশ্য, রীনা পারভীন
ম্যাডামের মত সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের উৎ্বর্তন
কর্মকর্তাগণ যদি তাদের অধীনস্থ সকল শ্রেণির কর্মচারীদের
সাথে ভাল আচরণ করেন, তাদের পরিবারের খোঁজখবর নেন,
তাহলে সব শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের কাজের মাঝে আনন্দ
খুঁজে পাবেন এবং কর্ম পরিবেশ হয়ে উঠবে আনন্দময়, সবার
জীবন হয়ে উঠবে সুখময়। সকল প্রতিষ্ঠানের উৎ্বর্তন
কর্মকর্তাদের ভাল ব্যবহার ও উপদেশমূলক কথার মাধ্যমে
সাধারণ কর্মচারীদের কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে আর তাদের মনে
প্রশান্তি এনে দেবে বলে আমার বিশ্বাস। উৎ্বর্তন কর্তৃপক্ষের
কাছে সাধারণ কর্মচারীগণ শিক্ষণীয় অনেক কিছু পেয়ে থাকেন
যা তাদের জীবনের জন্য, পরিবারের জন্য এবং সমাজের জন্য
তথা দেশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।